২৪/৫/২০০০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ১৭ শত ছাত্র-ছাত্রী মুচলেকা দিয়া পরীক্ষায় অংশ নিয়াছে

রেজানুর রহমান ॥ ব্যাপক সতর্কতা সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা দূর হয় নাই। সম্প্রতি প্রায় ১৭ শত ছাত্র-ছাত্রীর রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক অনিয়ম ও দুর্নীতির আভাস পাওয়া গিয়াছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের দাবী, উল্লিখিত ছাত্র-ছাত্রীর রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া বোর্ডের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয় নাই। কিন্তু একটি মহলের চাপে মুচলেকা গ্রহণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আলিম, কামিল ও ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। মুচলেকায় উল্লেখ করা হইয়াছে, রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রমাণিত হইলে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হইবে না।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কিত অনিয়ম দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতেছে। ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে দোষী ব্যক্তিরা গ্রেফতার হইলেও তেমন কোন সাজা পায় নাই। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, শুধুমাত্র দৃষ্টান্তমূলক সাজা না পাওয়ায় অপরাধীরা দিনে দিনে সংগঠিত হইয়া উঠিতেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মাদ্রাসা শিক্ষক, কর্মকর্তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের প্রধান কাজই হইল শিক্ষা বর্ষের শুরুতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মনগড়া ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা প্রণয়ন। বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে প্রথম পর্যায়ে পাঠানো তালিকায় উল্লিখিত ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মাদ্রাসায় এই তালিকা চলিয়া যাওয়ার পর শুরু হয় মূল কাজ। একশ্রেণীর দালাল, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি পরীক্ষায় ফেল, অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া রেজিষ্ট্রেশন নম্বর বিক্রয় শুরু করেন। কাঙ্ক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী যোগাড় হইলে বোর্ডে নূতন করিয়া দেন-দরবার শুরু হয়। বলা হয়, জামালের নামের স্থলে সামাদ হইবে। সংশোধন করিয়া দিন। বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারীর সহায়তায় বিগত বৎসরগুলিতে রেজিষ্ট্রেশন ক্ষেত্রে এই ধরনের অনিয়ম হইয়াছে। বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বোর্ডের মনোগ্রাম,কর্মকর্তাদের সই, সীল জাল করিয়াও অনেকে ঘরে বসিয়া রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিয়াছেন। পরীক্ষা শুরুর পূর্বে এই ধরনের রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকরা বোর্ডে ভীড় শুরু করিয়া দেয়। সম্প্রতি বোর্ডের পরীক্ষা শুরুর মাত্র ২ দিন পূর্বে প্রায় ২ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ভীড় জমায়। তাহাদের দাবী আমরা বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশন করিয়াছি। আমাদেরকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মুচলেকা গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিয়াছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নূতন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবুবকর সিদ্দিক গতকাল ইত্তেফাক প্রতিনিধিকে বলেন, রেজিষ্ট্রেশনের ব্যাপারে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে বোর্ডের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত থাকিলে রেহাই পাইবেন না।